AKASHVANI(AIR)
RNU: KOLKATA
Bengali Text Bulletin

Date 11-02-2026 Time: 7.35 AM

বিশেষ বিশেষ খবরঃ-

১) রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে দুই সিনিয়ার ডেপুটি ইলেকশন কমিশনারের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল আগামী মাসের গোড়ায় পশ্চিমবঙ্গে আসছেন।

২) রাজ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ২৮ শে ফেব্রুয়ারি।

৩) মাইক্রো অবসার্ভার নিয়োগ নিয়ে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের রায়ের অবমাননা করেছে বলে বিজেপির অভিযোগ। নবান্ন এই অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে।

৪) কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দর কর্তৃপক্ষের জমি অবৈধভাবে দখল হয়ে যাচ্ছে বলে বিজেপির অভিযোগ।

৫) জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে বিচার প্রক্রিয়ায় আজই প্রথম কলকাতা হাইকোর্টের কোনো প্রধান বিচারপতি উপস্থিত থাকবেন।

৬) বাংলা রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেটের সেমিফাইনালে উঠেছে।

`রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি পর্ব পর্যালোচনা করতে দুই সিনিয়র ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী ও মণীশ গর্গের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল আগামী

মাসের প্রথম সপ্তাহে এরাজ্যে আসছেন। আগামী পয়লা ও দোসরা মার্চ ওই প্রতিনিধি দল এরাজ্যের সমস্ত জেলা নির্বাচনী আধিকারিক, পুলিশ কমিশনার এবং পুলিশ সুপারদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। এর পাশাপাশি ওই প্রতিনিধি দলটি নির্বাচনের কাজে যুক্ত বিভিন্ন এজেন্সিগুলির সঙ্গেও বৈঠক করবেন বলে সূত্রের খবর।

রাজ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ২৮ শে ফেব্রুয়ারি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়ার নতুন সময়সূচি প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। সেখানে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন ১৪'ই ফেব্রুয়ারীর পরিবর্তে দু'সপ্তাহ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও, SIR সংক্রান্ত শুনানির কাজ চলবে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। তার পরবর্তী ধাপে নথিপত্র যাচাই ও অভিযোগ নিষ্পত্তির কাজ শেষ করতে হবে ২১শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে। ২৫শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলির পুনর্বিন্যাসের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। প্রযুক্তিগত ও প্রশাসনিক খুঁটিনাটি যাচাই করা হবে ২৭শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে।

সব প্রক্রিয়া শেষ করে ২৮শে ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন ধার্য করেছে নির্বাচন কমিশন।

এদিকে, রাজ্যে SIR প্রক্রিয়ার শুনানি, দাবি ও আপত্তি-নিষ্পত্তির সময়সীমা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ যথাযথভাবে মেনে চলতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর, জেলাগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, নোটিস পাঠানো, দাবি ও আপত্তি নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া আরও এক সপ্তাহ চালিয়ে যেতে হবে। এই সময়ের মধ্যে নথি যাচাই করে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে ERO এবং AERO-দের।

প্রয়োজনে ব্যক্তিগত শুনানির ব্যবস্থাও রাখা যেতে পারে বলে ওই নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে। যাঁদের কাছে নোটিস পৌঁছেছে, তাঁরা নির্বাচন কমিশন নির্দেশিত যে কোনও বৈধ নথি জমা দিতে পারেন। আদালতের ১৯ জানুয়ারির নির্দেশে উল্লেখিত নথিগুলিও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। ব্যক্তিগত শুনানিতে হাজির না হলেও, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের জারি করা নথি পরীক্ষা করে ERO-দের তা' গ্রহণ করতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের ধার্য করা সময়সীমা কঠোরভাবে মানা না হলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে বলে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোট সংক্রান্ত কাজে যুক্ত থাকা আধিকারিকদের 'বাধ্যতামূলক বদলি ও পোস্টিং' নীতি দ্রুত কার্যকর করতে কঠোর নির্দেশিকা জারি করেছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত কোনও আধিকারিক, গত চার বছরের মধ্যে তিন বছর, নিজের অথবা অন্য জেলায় কর্মরত থাকলে তাঁকে অন্যত্র বদলী করতে হবে।

বদলি সংক্রান্ত নির্দেশ কার্যকর করে তার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কমিশনের কাছে পাঠাতে হবে।

মাইক্রো অবসার্ভার নিয়োগ নিয়ে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের রায়ের অবমাননা করেছে বলে বিজেপি অভিযোগ করেছে। পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে গতকাল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সাংবাদিকদের বলেন, সর্বোচ্চ আদালতে রাজ্যের জমা দেওয়া সাড়ে আট হাজার গ্রুপ-বি আধিকারিকদের নামের তালিকা ত্রুটিপূর্ণ। সেখানে গ্রুপ-সি ও পঞ্চায়েত কর্মীদের নাম রয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ।

(বাইট- শুভেন্দু)

তিনি আরো বলেন, ERO ও AERO-রা আইপ্যাকের কথায় কাজ করলে, তাঁদের বিরুদ্ধে তিনি আদালতের দ্বারস্থ হবেন।

অন্যদিকে নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠানো গ্রুপ-বি আধিকারিকদের তালিকা নিয়ে বিভ্রান্তিকর প্রচার চালানো হচ্ছে বলে রাজ্য সরকার জানিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে নির্বাচন কমিশনের কাছে যে তালিকা পাঠানো হয়েছে, তা নিয়ে কিছু মহল ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য ছড়াচ্ছে বলে সরকারের তরফে দাবি করা হয়েছে।

নবান্ন থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, গ্রুপ-বি আধিকারিকদের যে ডাটাবেস নির্বাচন কমিশনে পাঠানো হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে রাজ্যের অর্থ দফতরের ২০২০ সালের নির্দেশিকা মেনেই তৈরি করা হয়েছে। যেখানে রাজ্য সরকারি কর্মীদের গ্রুপ ‘এ’, ‘বি’, ‘সি’ ও ‘ডি’—এই চার ভাগে শ্রেণিবিভাগের স্পষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ করা রয়েছে।

সরকারের দাবি, সেই নির্ধারিত পে-লেভেল ও নিয়ম মেনেই গ্রুপ-বি কর্মীদের তালিকা তৈরি ও নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠানো হয়েছে। এতে কোনও ধরনের বিচ্যুতি বা অনিয়ম করা হয়নি।

এ প্রসঙ্গে সম্প্রতি কিছু মহলের পক্ষ থেকে সংবাদমাধ্যমে যে অনিয়ম বা কারচুপির অভিযোগ তোলা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মনগড়া বলে মন্তব্য করা হয়েছে।

বিজেপির যুব মোর্চা রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের থেকে চাকরির দাবি সম্বলিত পোসটকার্ড মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানোর জন্য উদ্যোগী হয়েছে। এই উপলক্ষে পশ্চিম বর্ধামনের দুর্গাপুরে বেনাচিতির মোড়ে আয়োজিত এক কর্মসূচীতে গতকাল বিষ্ণুপুরের সাংসাদ সৌমিত্র খাঁ, দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষণ চন্দ্র ঘড়ুই সহ দলের বেশ কিছু নেতা নেত্রী পোস্টকার্ড বিতরণ করেন। ঐ পোস্টকার্ডগুলিতে বেকার যুবক যুবতীরা তাদের দাবি লিখে জমা দেবেন। এরপর সেই পোস্টকার্ডগুলি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

সৌমিত্র খাঁ-এর অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকার রাজ্যের যুব সমাজের ক্ষতি করছে। রাজ্যে চাকরি না থাকার জন্য যুবক যুবতীরা উত্তরপ্রদেশ গুজরাট সহ বিভিন্ন রাজ্যে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। রাজ্য সরকার এবারের বাজেটে শিল্পের জন্য মাত্র ৮৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। অথচ মাদ্রাসা শিক্ষায় ৫ লক্ষ ৭৬১ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে বলে কঠোর সমালোচনা করেন তিনি।

চারটি শ্রম কোড বাতিল, মূল্যবৃদ্ধি ও বেসরকারিকরণ রোধ, প্রত্যেক বেকারের জন্য কাজের ব্যবস্থা, ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প পূর্বের মত চালু সহ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী নীতি ও পদক্ষেপের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি বামপন্থী কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশন আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারি সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। এরাজ্যে ওই সংগঠনগুলি শিল্প ধর্মঘটে শামিল হবে। তবে রাজ্যের পরীক্ষার্থীদের স্বার্থে গণ পরিবহনকে এর আওতার বাইরে রাখা হয়েছে বলে ধর্মঘটি সংগঠনগুলি সূত্রের খবর।

কলকাতায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দর কর্তৃপক্ষের জমি অবৈধভাবে দখল হয়ে গেছে বলে বিজেপি অভিযোগ করেছে। গতকাল সংসদে দলের রাজ্য সভাপতি ও রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন,বন্দর কর্তৃপক্ষের কলকাতা শহরে প্রায় চার হাজার একর জমি রয়েছে। এরমধ্যে ১৭০একর জমি অবৈধভাবে দখল করে রাখা হয়েছে। তিনি আরো জানান,শুধুমাত্র বন্দর কর্তৃপক্ষ নয় রেল,দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন,ফারাক্কা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সংস্থার জমি জবরদখল হয়ে গেছে।

এদিকে হুগলির বলাগরে যে পোর্ট বেসড্ পরিকল্পনা রয়েছে সেই প্রকল্পের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে শ্রী ভট্টাচার্য কেন্দ্রীয় জাহাজ বন্দর ও জলপথ দপ্তরের উদ্দেশ্যে জানতে চান। তার উত্তরে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর জানিয়েছেন,বলাগরে বন্দর কর্তৃপক্ষের কার্গো হ্যান্ডলিং বা পণ্য পরিচালনার একটি প্রকল্প চালু করা হবে। মূলত কলকাতা বন্দরের উপর চাপ কমাতে টার্মিনাল সেকশনকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে। শ্রী ঠাকুর জানান বলাগরে ৯শোএকর জমির মধ্যে ৩শো একর জমি কলকাতা বন্দরের অধীনে রয়েছে। সেখানে ১শো একরে টার্মিনাল অপারেশন হবে এবং বাকি ২শো একর জমিতে কার্গো হ্যান্ডেলিং এর জন্য জেটি গড়ে তোলা হবে। ইতিমধ্যেই সেখানে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয় পর্যায় রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা হবে এবং পরিবেশের ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। তবে রাজ্য সরকার অসহযোগিতা করছে বলে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী অভিযোগ করেন।

আজকের প্রসঙ্গের এবারের বিষয় "বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে সেচ ও শক্তি ক্ষেত্রে সমতা রেখে ডিভিসির পথচলা "। সংস্থার চেয়ারম্যান এস সুরেশ কুমারের সঙ্গে কথা বলেছেন কাশফিন নাহার।

আকাশবাণীর সংবাদ বিভাগ প্রযোজিত অনুষ্ঠানটি শুনবেন আজ (১১/০২/২৬) রাত সাড়ে ন'টায় গীতাঞ্জলি, DTH বাংলা এবং আকাশবাণী সংবাদ কলকাতা সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মে।

কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল আজ থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে বিচারপ্রক্রিয়ায় অংশ নেবেন। এই প্রথম কলকাতা হাইকোর্টের কোনো প্রধান বিচারপতি জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে বিচার প্রক্রিয়ায় উপস্থিত থাকবেন।

এছাড়াও থাকবেন বিচারপতি রবি কৃষাণ কাপুর, বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ এবং বিচারপতি পার্থ সারথি সেন। আজ সকালে জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে প্রধান বিচারপতি সুজয় পালকে সংবর্ধনা জানানো হবে।

দীপ প্রজ্জ্বলন, আদিত্য হৃদয় মন্ত্র পাঠ ও সূর্য অর্ঘ্য দানের মাঙ্গলিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে আজ সকালে তিন দিন ব্যাপী ত্রিবেণী কুম্ভ মহোৎসবের সূচনা হয়েছে। সারাদিন ধরে শিশুদের ছবি আঁকা, যোগাসন, গীতা পাঠের আয়োজন থাকছে।

দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ইতিমধ্যেই একাধিক আখাড়ার সাধু সন্তেরা সমবেত হয়েছেন। এসেছেন বিদেশী অতিথিরাও।

প্রায় সাতশো বছর পর হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে গঙ্গা- যমুনা-সরস্বতী সঙ্গমে মাঘী সংক্রান্তি তিথিতে কুম্ভ স্নান পুণরায় শুরু হয়েছে।

বাঁশবেড়িয়া পুরসভা, জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় বঙ্গীয় ত্রিবেণী কুম্ভ পরিচালনা সমিতি উৎসবের আয়োজন করেছে। অমৃত যোগ স্নান আগামী শুক্রবার।

বাংলা, রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেটের সেমিফাইনালে উঠেছে। কল্যাণীতে পাঁচদিনের কোয়ার্টার ফাইনালের গতকাল শেষ দিনে বাংলা ইনিংস ও ৯০ রানে অন্ধ্র প্রদেশ কে পরাজিত করেছে। এদিন তিন উইকেটে ৬৪ রান নিয়ে অন্ধ্র প্রদেশ দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করে। ২৪৪ রানে সকলে আউট হয়ে যায়। সংক্ষিপ্ত স্কোর - অন্ধ্র প্রদেশ ২৯৫ ও ২৪৪, বাংলা ৬২৯ রান।

সেমিফাইনালে বাংলা জম্মু ও কাশ্মীরের বিরূদ্ধে খেলবে। কল্যাণীতে এই ম্যাচটি শুরু হবে ১৫ ই ফেব্রুয়ারী থেকে । অপর সেমিফাইনালে কর্নাটক, উত্তরাখণ্ড এর মুখোমুখি হবে।

ভদোদরায় মহিলাদের একদিনের ম্যাচের ক্রিকেটে বাংলা ৮১ রানে উত্তরাখণ্ড কে হারিয়ে দিয়েছে। বাংলা প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ৫০ ওভারে পাঁচ উইকেটে ২৫৮ রান তোলে। এরপর ৪৪ ওভার এক বলে ১৭৭ রানে উত্তরাখণ্ডের ইনিংস শেষ হয়ে যায়। বাংলা টানা তিন ম্যাচে জয় পেল।

---------- ----------